পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেসপ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১

পত্রাঙ্ক : ৩৮০৬(৩৬)/আর.ডি./ও/ডি.পি.এফ./ ১ই- ১/২০০৮ **তারিখ : ১৬/০৬/২০০৯**

প্রেরক : **ড: মানবেন্দ্রনাথ রায়, প্রধান সচিব**

প্রাপক : **১। সভাধিপতি, কুচ বিহার / জলপাইগুড়ি / উত্তর দিনাজপুর / দক্ষিণ দিনাজপুর / মালদা / মুর্শিদাবাদ/ নদীয়া / উত্তর ২৪-পরগণা / দক্ষিণ ২৪-পরগণা / হাওড়া / পূর্ব মেদিনীপুর / পশ্চিম মেদিনীপুর / বাঁকুড়া /পুরুলিয়া / বীরভূম / বর্ধমান / হুগলী জেলা পরিষদ এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ**

২। জেলা শাসক, কুচ বিহার / জলপাইগুড়ি / দার্জিলিং / উত্তর দিনাজপুর / দক্ষিণ দিনাজপুর / মালদা / মুর্শিদাবাদ / নদীয়া / উত্তর ২৪-পরগণা / দক্ষিণ ২৪-পরগণা / হাওড়া / পূর্ব মেদিনীপুর /পশ্চিম মেদিনীপুর / বাঁকুড়া / পুরুলিয়া / বীরভূম / বর্ধমান / হুগলী

বিষয় ঃ জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণকে ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ

মহাশয়া / মহাশয়,

বিগত ২৭ অক্টোবর ২০০৮ লোকশিক্ষা সঞ্চারের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনার পর থেকে বর্তমান বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের জেলা প্রশিক্ষক দল, জনপ্রতিনিধি, আধিকারিক/কর্মচারী এবং সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত স্বনির্ভর দলের প্রতিনিধিদের জন্য সচেতনতা শিবির এবং/অথবা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে । ঠিক তারপরই লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ফলে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের বিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব হয়নি । নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর গত ২৯ মে ২০০৯ জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার আধিকারিকদের এবং গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির জেলা কর্মসূচি সঞ্চালন শাখার আধিকারিকদের নিয়ে লোকশিক্ষা সঞ্চারের মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় এবং তৎপরতার সঙ্গে এই প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ শুরু করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় ।

২ । ইতিমধ্যে আপনার জেলায় বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ শুরু হয়ে গেছে । এ বিষয়ে সত্বর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে আপনার জেলার প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতেই যাতে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়, সেই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আপনার পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই ।

৩ । এই প্রসঙ্গে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের লক্ষ্যে কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নীচে উল্লেখ করা হল ।

(ক) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ৩/১০/২০০৮ তারিখের ৭৩১৪(১৮)/আর.ডি/ও/ডি.পি.এফ/ ১ই-৩/২০০৮-১০-০৩ নং পত্রের সঙ্গে পুস্তকাকারে সংযোজিত **সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির নির্দেশিকায়** বর্ণিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী এই প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণ করতে হবে ।

(খ) এমনভাবে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণ করতে হবে - যাতে দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির সারা বছর ধরে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায় এবং যাতে তারা যথাসম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে । তার জন্য দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সহায়তা (যেমন বাসস্থান, পোশাক এবং তাদের পক্ষে করা সম্ভব এমন রোজগারের ব্যবস্থা) দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।

(গ) গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার তথ্যের সহায়তায় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত গ্রামীণ এলাকার সবচেয়ে দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে যাচাই করে সহায় পরিবারগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং গ্রাম সংসদে ও গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায় পরিবারগুলির তালিকা টাঙিয়ে রাখতে হবে । যদি কোনও দুঃস্থ বা

সহায়-সম্বলহীন পরিবার গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার আওতার বাইরে থাকে, তাহলে তাদেরকেও সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির আওতায় আনা যায় (তবে এই ধরনের পরিবারগুলিকে একই সঙ্গে গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে) ।

(ঘ) ন্যূনতম ও বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রত্যেক পরিবারের সহায়তার জন্য একটি করে পরিবার-ভিত্তিক পরিকল্পনা, পরিবার-ভিত্তিক পরিকল্পনাগুলিকে সমন্বিত করে গ্রাম সংসদ স্তরের জন্য দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা এবং গ্রাম সংসদ ভিত্তিক দারিদ্র উপ-পরিকল্পনাগুলিকে সমন্বিত করে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য একটি দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা (Poverty Sub-Plan) তৈরি করতে হবে । যেহেতু সহায় একটি প্রক্রিয়া-নির্ভর কর্মসূচি, অতএব বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে দারিদ্র উপ-পরিকল্পনা তৈরি করতে দুই-তিন মাস সময় লাগতে পারে । অতএব, সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি অবিলম্বে শুরু করার লক্ষ্যে, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০-৩০টি অত্যন্ত দুঃস্থ এবং সবচেয়ে সহায়-সম্বলহীন পরিবারকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত করে তাদেরকে এই কর্মসূচির সহায়তার আওতায় আনা জরুরি । তারপর বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়া ভিত্তিক কাজগুলি করা যেতে পারে ।

(ঙ) প্রারম্ভিক পর্যায়ে দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির জন্য সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলিকে **কেবলমাত্র খাওয়ানোর প্রকল্প নয়** । এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে যে সহায় যেন কোনও ভাবেই শুধুমাত্র খাওয়ানোর প্রকল্পে পরিণত না হয় কিংবা সহায়তার সুযোগ কেবল মাত্র খাবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে । দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির জীবনযাত্রার সার্বিক মানোন্নয়নই এই প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ।

(চ) অবিলম্বে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির রূপায়ণের কাজ শুরু করার উদ্দেশ্যে জেলা পরিষদের জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখাগুলিকে এই বিভাগের পক্ষ থেকে ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে [পত্রাঙ্ক ৭৪৯/ এস.আর.ডি/ ১/সহায়/২০০৮ তারিখ ১৫.০৬.২০০৯] । এই বিষয়ে তৎপর ও অগ্রণী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি থেকে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কিছু অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রকল্প অধিকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রদান করবেন । সরকারের এই বরাদ্দ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারের সদস্যপিছু দিনপ্রতি ৭.০০ (সাত) টাকা হিসাবে খরচ করতে পারবে ।

(ছ) এছাড়া সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য **গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির** তহবিল সব কয়টি জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার প্রকল্প অধিকর্তাকে দেওয়া হয়েছে [পত্রাঙ্ক ৭৫০/এস.আর.ডি/ ১/সহায়/২০০৮ তারিখ ১৫.০৬.২০০৯] । গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার পক্ষ থেকে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির নিয়মিত তদারকি ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম ছাপানো এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিবিধ খরচ এই তহবিল থেকে করা যাবে । স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনার প্রশিক্ষণ খাতের অর্থে কোনও ঘাটতি হলে প্রশিক্ষণ বাবদ খরচও এই আদেশনামা বলে প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে বহন করা যাবে । কিন্তু প্রধান, উপ-প্রধান সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের খরচ এই অর্থ থেকে করা যাবে না, অস্থায়ী জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্য থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।

(জ) সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের মূল দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের । এই কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সহায়তা করবে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি, সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত স্বনির্ভর দল, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং ব্যাপকভাবে জনসাধারণ । জেলা স্তরে এই প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির তদারকি ও পরিচালনার দায়িত্বে আছে জেলা পরিষদের জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা ।

(ঝ) সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য স্থানীয় এলাকায় কর্মরত এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন সক্রিয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে যুক্ত করা যেতে পারে ।

(ঞ) সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের প্রতিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা একান্ত জরুরি । সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে এই প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির মূল লক্ষ্য পূরণ হয় ।

৪ । সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুসারে, দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয় করা হবে তার ৭০ শতাংশ সরকার থেকে অনুদান বাবদ পাওয়া যাবে এবং বাকি ৩০ শতাংশ অর্থ অন্যান্য উৎস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংগ্রহ করতে হবে । সেই হিসাবে সহায় পরিবারের সদস্যপিছু দিনপ্রতি ৭.০০ (সাত) টাকা রাজ্য সরকার থেকে পাওয়া গেলে কমপক্ষে আরও ৩.০০ (তিন) টাকা অন্যান্য উৎস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংগ্রহ করতে হবে । এই সব উৎসের মধ্যে রয়েছে গ্রামবাসীদের অবদান, গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল, রাজ্য অর্থ কমিশন বা দ্বাদশ অর্থ

কমিশনের তহবিল, পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির নিঃশর্ত তহবিল এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত অনুদান । অর্থাৎ, দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য নিরাপত্তা মূলক সহায়তা সহ অন্যান্য সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে, সহায় পরিবারের সদস্যপিছু দিনপ্রতি কমপক্ষে ১০.০০ (দশ) টাকা খরচ করতে হবে, যার মধ্যে ৭.০০ (সাত) টাকা আসবে রাজ্য সরকারের সহায়তা বাবদ অর্থ থেকে । সহায় পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক সহায়তা দেওয়া, নিয়মিত তদারকি এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সহায় পরিবারের সদস্যপিছু ৭.০০ (সাত) টাকা হিসাবে প্রাপ্য রাজ্য সরকারের বরাদ্দের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ১.০০ (এক) টাকা পর্যন্ত সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত স্বনির্ভর দল খরচ করতে পারবে । সমন্বয়ের এই বিষয়টি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল, রাজ্য অর্থ কমিশন বা দ্বাদশ অর্থ কমিশনের তহবিল, পশ্চাৎপদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল ইত্যাদি থেকে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নিয়মিত ভাবে অর্থ বরাদ্দ করে, সেই উদ্দেশ্যে আপনার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই ।

৫ । আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আপনি অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন । এই বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা বা তথ্যের প্রয়োজন হলে রাজ্য কর্মসূচি সঞ্চালক, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ ও পদাধিকারবলে যুগ্ম সচিব শ্রী দিলীপ কুমার পালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন । শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা সহ

আপনার বিশ্বস্ত,

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)

পত্রাঙ্ক : ৩৮০৬(৩৬)/ ১(৪১৬০)/আর.ডি./ও/ডি.পি.এফ./ ১ই- ১/২০০৮ **তারিখ : ১৬/০৬/২০০৯**

অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি দেওয়া হল :

১. কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন অধিকার ।
২. অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, কুচ বিহার / জলপাইগুড়ি / উত্তর দিনাজপুর / দক্ষিণ দিনাজপুর / মালদা / মুর্শিদাবাদ/ নদীয়া / উত্তর ২৪-পরগণা / দক্ষিণ ২৪-পরগণা / হাওড়া / পূর্ব মেদিনীপুর / পশ্চিম মেদিনীপুর / বাঁকুড়া /পুরুলিয়া / বীরভূম / বর্ধমান / হুগলী জেলা পরিষদ এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ।
৩. প্রকল্প অধিকর্তা, জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা, কুচ বিহার / জলপাইগুড়ি / উত্তর দিনাজপুর / দক্ষিণ দিনাজপুর / মালদা / মুর্শিদাবাদ/ নদীয়া / উত্তর ২৪-পরগণা / দক্ষিণ ২৪-পরগণা / হাওড়া / পূর্ব মেদিনীপুর / পশ্চিম মেদিনীপুর / বাঁকুড়া /পুরুলিয়া / বীরভূম / বর্ধমান / হুগলী জেলা পরিষদ এবং দার্জিলিং দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল । জেলার সকল সভাপতি ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানোর জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাই ।
৪. মহকুমা শাসক, ... ।
৫. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, কুচ বিহার / জলপাইগুড়ি / দার্জিলিং / উত্তর দিনাজপুর / দক্ষিণ দিনাজপুর / মালদা / মুর্শিদাবাদ/ নদীয়া / উত্তর ২৪-পরগণা / দক্ষিণ ২৪-পরগণা / হাওড়া / পূর্ব মেদিনীপুর / পশ্চিম মেদিনীপুর / বাঁকুড়া /পুরুলিয়া / বীরভূম / বর্ধমান / হুগলী ।
৬. প্রশাসনিক আধিকারিক, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা ।
৭. জেলা সঞ্চালক, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি সঞ্চালন শাখা, কুচ বিহার/জলপাইগুড়ি/উত্তর দিনাজপুর/দক্ষিণ দিনাজপুর/ মালদা/মুর্শিদাবাদ/বীরভূম/ বাঁকুড়া/পুরুলিয়া/পশ্চিম মেদিনীপুর/পূর্ব মেদিনীপুর/দক্ষিণ ২৪-পরগণা/নদীয়া ।
৮. সভাপতি, ... পঞ্চায়েত সমিতি ।
৯. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ... । ব্লকের সব কয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে এই চিঠির প্রতিলিপি দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাই ।
১০. প্রধান, ...
১১. শ্রীমতী/শ্রী .....

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)